দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

18 2002

শিক্ষা দিবস পালিত

বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে খুলে দেয়ার দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার মহান শিক্ষা দিবস পালিত হয়েছে। এ দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে দেশের বন্ধ হয়ে যাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন। তাঁরা (৭ পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (৮-এর পাতার পর)

শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ৪০তম শিক্ষাদিবস উপলক্ষে ছাত্রলীগ সকালে শিক্ষাভবনস্থ শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। এ সময় সংগঠনের সভাপতি মাহ্ফুজা আক্তার লিপির সভাপতিত্বে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তৃতা করেন সাইফুজ্জামান শিখর, বলরাম পোদ্দার, মাজহার আনাম, খান মঈনুল ইসলাম মোস্তাক, হাবিবুর রহমান, সোহেল হাজারী, মমিন পাটওয়ারী, সালাহউদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী, মোর্শেদুজ্জামান সেলিম, হেমায়েত উদ্দিন হিমু প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটসহ বন্ধ হয়ে যাওয়া সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার দাবি জানান।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল নিয়ে শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। ছাত্র ইউনিয়ন, সকালে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে একটি মিছিল বের করে মুক্তাঙ্গনে সমাবেশ করে। সংগঠনের সভাপতি শরীফুজ্জামান শরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন নূর আলম, সাজেদুল হক রুবেল, বাকি বিল্লাহ প্রমুখ। এছাড়া জাসদ ছাত্রলীগ, বাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্রীমৈত্রী, প্রগতিশীল ছাত্রজোট, জাতীয় ছাত্রসমাজ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট পৃথকভাবে শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে। সকল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁরা অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

এ দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা করেন, অধ্যাপক আসাদুল হক, অধ্যাপক আব্দুর রব মিঞা, অধ্যাপক নজরুল সিদ্দিকী প্রমুখ। বক্তারা, দলমতের উর্ধে উঠে শিক্ষা সংস্কারের প্রশ্নে সকলকে ঐকমত্য হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন মোস্তফা, বাবুল ও ওয়াজিউল্লাহ নামে তিন ব্যক্তি। তখন থেকেই দিনটি বেসরকারীভাবে শিক্ষা দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।